বিশ্বব্যাংক

বাংলাদেশে জনগোষ্ঠী-ভিত্তিক স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় সহায়তা প্রকল্প

ঢাকা, জানুয়ারি ৯, ২০০৬ ঃ বাংলাদেশে জনগোষ্ঠী ভিত্তিক স্থানীয় প্রশাসন ব্যবস্থায় সহায়তা প্রদান প্রকল্প (Community-based Local Goverance Support Project-LGSP)-এর গ্রহণের ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য বিশ্বব্যাংক ২০০5 সালের ১১-১৮ ডিসেম্বর একটি মিশন নিয়োগ করে। এই প্রকল্পের অধীনে সরকার ইউনিয়ন পরিষদগুলোকে একাধিক বছরের জন্য এমটিবিএফ (MTBF)-এর মাধ্যমে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) থেকে সরাসরি বর্ধিত থোক বরাদ্দ প্রদান করবে এবং নিয়মিত ওয়ার্ড বৈঠক, উন্মুক্ত বাজেট অধিবেশন ও কার্য সম্পাদনের দক্ষতা মূল্যায়নের মাধ্যমে জনগণের কাছে স্থানীয় সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার বিষয়টিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া হবে।

বাংলাদেশ সরকার বর্তমানে এ ধরণের একটি প্রকল্পের দলিল (Development Project Proforma) প্রণয়ন করছে, যেটি নিয়ে জানুয়ারির শেষে বিশ্বব্যাংক ও আগ্রহী অন্যান্য দাতাদের সাথে মত বিনিময় করা হবে। বিশ্বব্যাংক ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে একটি প্রাক-সমীক্ষা মিশন পাঠানোর পরিকল্পনা করছে এবং সরকারকে এই প্রকল্পটি চূড়ান্ত করার ব্যাপারে সহায়তা প্রদান করবে।

প্রস্তাবিত প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ ঃ এলজিএসপি (LGSP) প্রকল্পের উন্নয়নমূলক লক্ষ্য হচ্ছে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার অধীন জনগণের কাছে দায়বদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহ-কে যৌথ বা এককভাবে শক্তিশালী করা, যাতে এসব প্রতিষ্ঠান স্থানীয় জনগণের প্রয়োজনীয় অগ্রাধিকার নির্ধারণ করতে সক্ষম হয় এবং জনগণের মৌলিক চাহিদার আলোকে তাদের পছন্দমত প্রকল্প গ্রহণ করতে সমর্থ হয়।

উপরোক্ত লক্ষ্যসমূহ নিম্নোক্ত চারটি উপাদানের মাধ্যমে অর্জিত হতে পারে বলে ধারণা করা যায় ঃ (১) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো অর্থ বরাদ্দ ও উৎসাহমূলক অনুদান প্রদানের মাধ্যমে; (২) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার মাধ্যমে; (৩) কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করা ও আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে; এবং (৪) নীতিমালা মূল্যায়নের মাধ্যমে ।

পটভূমি ঃ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা বাংলাদেশের দারিদ্র বিমোচন কৌশল পরিকল্পনা (পিআরএসপি)-র অন্যতম লক্ষ্য। স্থানীয় সরকার তাদের সেবার মাধ্যমে জনগনের বৃহত্তর অংশের মতামত এবং তাদের কোন যৌথ কর্মপরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত বাস্তবে রূপ দেয়ার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। স্থানীয় সরকার এসব সেবার বৃদ্ধি ও টেকসই করার ব্যাপারেও সহায়তা করতে পারে।

তবে, বর্তমানে বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার যথেষ্ট দুর্বলতা রয়েছে, বিশেষ করে গ্রাম পর্যায়ে। স্থানীয় সরকারের সর্ব নিম্নস্তর ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) সমূহের রয়েছে সম্পদের সীমাবদ্ধতা এবং আয় বৃদ্ধির সীমিত ক্ষমতা। এছাড়া তাদের এলাকায় কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পদ কিভাবে ব্যবহৃত হবে সে ব্যাপারে তাদের বলতে গেলে তাদের কোন ভূমিকাই নেই। এই প্রেক্ষিতে, কেন্দ্রীয় সরকার স্থানীয় সরকারগুলোকে শক্তিশালী করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে।

স্থানীয় সরকার, পল্লীউন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন স্থানীয় সরকার বিভাগ (এলজিডি) স্থানীয় সরকার পদ্ধতির সংস্কারের জন্য জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণে বেশ কিছু উদ্যোগ শুরু করেছে । উদাহরণ স্বরূপ, সিরাজগঞ্জ স্থানীয় সরকার উন্নয়ন (এসএলজিডি) প্রকল্পে ইউপি গুলোকে নিজেদের উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও গ্রামীণ রাস্তাঘাট ও কালভার্ট তৈরি, বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা, ড্রেনেজ ব্যবস্থা নির্মান, স্কুল, স্বাস্থ্য সুবিধা, বাজার ও যাত্রী ছাউনি ইত্যাদি নির্মানের জন্য অনুদান প্রদান করা হয়। এই অনুদান দেয়ার পর পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোর সাথে

সিরাজগঞ্জ প্রকল্পের প্রাথমিক মূল্যায়ন থেকে বোঝা যায় স্থানীয় সরকারের গৃহিত প্রকল্পগুলো গরীব জনগণকে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সময় ও অর্থ দুটি'ই সাশ্রয় করে । সিরাজগঞ্জ প্রকল্পের অবকাঠামোগত ভিত্তি তৈরিতে সময় লেগেছে দুই থেকে ছয় মাস। সরকারি ও প্রাইভেট ঠিকাদার দিয়ে একই ধরণের অবকাঠামো তৈরি করতে যে নির্মান খরচ লাগে এক্ষেত্রে তার চেয়ে আনুমানিক ২৫/৩০ শতাংশ ব্যয় কম হয়েছে। এই সব স্থাপনার গুনগত মানও অপেক্ষাকৃত ভাল, কারণ স্থানীয় জনগণ এসব প্রকল্পের কাঁচামাল সংগ্রহ করে এবং নির্মান কাজ তদারক করে।

সিরাজগঞ্জ প্রকল্পের অধীনে ইউপি নেতাদের, কমিউনিটি সদস্যদেরকে প্রকল্পের পরিকল্পনা, কারিগরী বিষয়, সেবা প্রদানের ব্যাপারে চুক্তি সম্পাদনের নিয়মকানুন, আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহের পদ্ধতির ওপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং এভাবে স্থানীয় পর্যায়ে সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে । এই প্রকল্প জনগণকে বিভিন্ন তথ্য সম্পর্কে জানতে, তাদের নিজস্ব মত ব্যক্ত করতে এবং স্থানীয় সরকারের কাছ থেকে জবাবদিহিতা আদায়ের একটি প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ সৃষ্টি করেছে। এ ধরণের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধির সাথে সাথে জাতীয় সেবা প্রদানকারী সংস্থা, বেসরকারি খাত এবং সিভিল সোসাইটির প্রদত্ত অন্যান্য সেবাগুলোকে উন্নত করার ব্যাপারে স্থানীয় সরকারগুলো এবং গ্রামবাসী আরো কার্যকর ভূমিকা নেবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এসএলজিডি-র প্রাথমিক ফলাফল থেকে উৎসাহিত হয়ে এবং স্থানীয় পর্যায়ে অংশীদারিত্বমূলক কাজের বিগত তিন দশকের অভিজ্ঞতার আলোকে সরকার সম্প্রতি ইউনিয়ন পরিষদগুলোকে সরকারি তহবিল থেকে আর্থিক বরাদ্দ প্রদানের কর্মসূচী চালু করেছে।

আর্থিক নীতিমালা অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকার এখন স্থানীয় সরকারগুলোর কর্মক্ষমতাকে শক্তিশালী করার জন্য দেশব্যাপী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় সহায়তা প্রদান প্রকল্প (এলজিএসপি) চালু করার উদ্যোগ নিয়েছে, যাতে স্থানীয় সরকারগুলো জনগণকে সেবা প্রদানের কাজটি আরো ভালভাবে করতে পারে এবং স্থানীয় জনগণও স্থানীয় সরকারের কর্মকান্ডের সাথে আরো ঘনিষ্টভাবে জড়িত হওয়ার সুযোগ পায় । এই কর্মসূচী প্রণয়ন ও পর্যবেক্ষনের জন্য সরকার স্থানীয় সরকার বিভাগের মনিটরিং, ইভ্যুলেশন এন্ড ইন্সপেকশন (এমইআই) উইং-এর মহাপরিচালকের নেতৃত্বে একটি গ্রুপ তৈরী করেছে।

#####